ছোট গল্প : ঘাস ফুলের অঙুরীয়

সঞ্চারিণী

(দাম্মাম, সৌদি আরব থেকে)

ল্যাব এ ঢুকতে না ঢুকতেই সাগরের ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকালো সেতু ।সাগরও সেতুর চোখে চোখ রেখে বল্ল : চল ।
সেতু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো : কোথায় ?
সাগর বল্ল : আহ ! চল ই না - - - -?

যদিও সাগরের সাথে একসাথে এক রিক্সায় চড়ে যেতে রাজী হ'লনা সেতু কিন্তু সাগর তা'কে কি বলতে চায় তা জানার বেশ কৌতূহল বোধ করলো । সেই সাথে প্রতিদিনকার টিপ্পণি কাটা কথা দিয়ে সকালের কাজ শুরুর এ ব্যতিক্রম, আর একটু বেশিরকম পরিপাটি ভাবটা; সেতুর কাছে সাগরকে অচেনাও লাগছিল যেন ।

ওরা দু'জন পৃথক-পৃথক সময়ে ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে দু'টো পৃথক-পৃথক রিক্সাযোগে পৌঁছুলো সায়েন্স মোকাররম ভবণের অদূরের ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে । অনেকবার খেলা দেখতে আসার সুবাদে জায়গাটা দু'জনার তেমন অপরিচিত না । আর কার্জণ হল এলাকা থেকে জায়গাটা বেশ দূরেও নয় বলে সাগরের এ প্রস্তাবে কেমন করে যেন রাজী হয়ে গেল সেতু ।

স্টেডিয়ামের দর্শক সারির সিঁড়িগুলোর উপর-নীচ করে একটু দূরত্বেই বসে দু'জন । সাগর যে সিঁড়িটাতে বসেছে, সেতু বসলো তার দু'টো সিঁড়ি নীচে একটু কৌণিক ভাবে ।পা দু'টোকে ভাঁজ করে এক পাশে নিয়ে অপরূপ ভঙ্গিমায় মাথা নত করে বসে থাকে সেতু । এক হাতের আঙুলের নখ দিয়ে আরেক হাতের আঙুলের নখ খুঁটে-খুঁটে সময় পার করছে সেতু । তার ভীষণ ভয় লাগছে । এই প্রথম একটি ছেলের সাথে এমন নির্জণ পরিবেশে সেতু । অবণত দৃষ্টিকে ঈষৎ আড় করে সেতু দেখলো সাগর তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে । সেতু লজ্জায় ইতস্ততঃ করতে থাকে ।

সাগর যেন সেতুর ধৈর্য্য পরীক্ষা নিচ্ছে । সাগর সেতুকে তার পাশে বসতে বল্লনা । শুধু বল্ল :

---- সারাজীবন কি ওরকম দূরে-দূরেই থাকবে সেতু ?

বলেই এক আশ্চর্য্য হাসিতে ফেটে পড়লো সাগর । সেতু দ্বিধায়,লজ্জায় চূর হ'তে-হ'তে বল্ল :

---- আপনি এখানে একা-একা বসে-বসে হা-হা করে হাসুন, আমি যাচিছ ।

---- এই, এই.....!কোথায় যাও? তোমাকে যে সত্যিই আজ একটা সিরিয়াস কথা বলতে এখানে ডাকলাম, বিশ্বাস হচেছনা?

---- নাহ! হচেছনা । বিশ্বাস হচেছনা ।

---- কেন? রাগ করছো কেন? এতটা সময় পাড় হ'লো, একবার ও চোখ তুলে তাকালেনা । তুমি কেমন, বলতো সেতু? আমি তোমার চোখে চোখ রেখে কথাটা বলতে চাই ।

সাগরের কণ্ঠে দৃঢ়তা ।

সেতু বল্ল :

---- নাহ ! আমি চোখে চোখ রাখতে পারবোনা । অভ্যেস নেই । আমি বরং আজ যাই ।

---- যাবে ? আশ্চর্য্য ! বল্লেই পারো যে এ নির্জণ জায়গাটায় কথা বলতে তোমার ভাল লাগছেনা । তাহলেই তো হয় !

---- হূম ! লাগছেই তো না । হাজার-হাজার মেয়েদের মত অমন খোলামেলা প্রেম-ভালবাসা করতে আমার মোটেও রুচি হয়না ।

যদিও কথাগুলো সেতু বেশ শক্তভাবেই বল্ল কিন্তু কথা বলার ভঙ্গিমায় বুঝা যাচেছ আরো কিছুটা সময় সে সাগরের সাথে বাইরেই কোথাও কাটাতে আগ্রহী।

নইলে সেতু যেমন মেয়ে ! এতক্ষণে ধুরুস-ধারুস করে ছুটে চলে যেত ।

ওরা একসাথে পাশাপাশি হাঁটলোনা । সাগর বেশ খানিকটা দূরে সামনে হাঁটছে আর সেতু তাকে অনুসরণ করে পেছন-পেছন আসছে । সেতুর হাঁটায় কিছুটা জড়তা, কিছুটা ক্লান্তি যেন তার গতিকে বার বার শ্লথ করে দিচেছ । শহীদ মিনারের আশ-পাশের গাছগুলো থেকে শর-শর কোরে পাতা ঝরছে । দু'একটা টোকাই এখানে-সেখানে খেলছে । মূল সড়ক পথেও বেশ কয়েকটা রিক্সা, অটোরিক্সার চলাচল দেখা যাচেছ । সেতু এমনভাবে বসলো যেন তার মুখ মূল সড়ক পথগামী যাত্রীরা কেউ দেখতে না পারে ।

বৈঠকী ভঙ্গীতে সাগর এর মুখোমুখি কিঞ্চিৎ কৌণিক ভাবে বসলো সেতু । সাগর বসলো হাঁটু মুড়ে, সামনের দিকে দু'পা বাড়িয়ে ।

এবার সেতুকে কিছুটা সপ্রতিভ মনে হ'লো । দ্বিধাটাকে খুব জোড় কোরে যেন সরাতে চাইছে সে । বার-বার ঠোঁটে হাসির ভাব এনে থুতনিটাকে নিচের দিকে চোখা করছে । সে সাথে দু'চোখের পাতাকে ঈষৎ আণত করে ; চোখে এনেছে স্বপ্নীল ছায়া । এটা হ'লো সেতুর বিশেষ ভঙ্গিমা। সেতুর মনটা খুব রোমান্টিক হ'লে ; ওর চেহারায় এ ভাবটা ফুটে উঠে ।

সাগর এখনও হাসছে সেতুর দিকে চেয়ে । কিছুই বলছেনা। বড়-বড় লম্বা ঘাসের ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি দিয়ে থাকা মিষ্টি রঙের বিচিত্র ঘাসফুলগুলোকে আলতো ছুঁয়ে-ছুঁয়ে , সেতু দেখছে ।ঘাসফুল সেতুর প্রিয় ফুল ঘাসফুলগুলোকে সেতুর কাছে মনে হয় ফ্রক পরা, ঝুঁটি বাঁধা খুকীর মত সুন্দর! অনেকটা সময় পাড় করে সাগর এবার মুখ খুল্ল :

------- চলে যাচিছ ল্যাব ছেড়ে । বি. সি. এস. ক্যাডারে আমার চান্স হয়ে গেছে । যাবার আগে পিছুটানটুকুন আর রাখা কেন ? যাবে আমার সাথে ?

------- কোথায় ?

সেতুর সহজ প্রশ্ন ।

------- আমার বাড়িতে । মেহেরপুর গ্রামে । যাবে ?

------- আমি জানিনা ।

সেতু নার্ভাস হয়ে পড়েছে উত্তর দিতে গিয়ে ; আর বার-বার ইউনিভার্সিটির ব্যাগে কি যেন খুঁজছে ।

হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ আবারো হাসলো সাগর । বল্ল :

------- আমি ই কি জানি ; তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো কি না ? আমি ও তো জানিনা । মা তোমার জন্য কাঁচের চুড়ি আর একটা শাড়ি দিয়েছেন এবার ; পড়বে ? সেতু, তাকাও আমার দিকে !

সেতু তাকাতে চেষ্টা করলো । কিন্তু পরক্ষনেই আবার ধপ করে ; ওর চোখের পাতা দু'টো এক হয়ে ; আড়াল করে দিলো তার অপূর্ব মায়াবী দৃষ্টিটুকুন ।

এ দৃশ্য দেখে মুচকি হাসলো সাগর । বল্ল :

--------- এত লজ্জা নিয়ে আমার বউ হ'লে কি করবে তুমি ? সারাক্ষণ লম্বা ঘোমটা দিয়ে আমার সাথে সংসার করবে না কি ? হাঃ, হাঃ হাঃ, হাঃ, হাঃ, আবারও হাসলো সাগর ।

সেতুর নিঃশ্বাস ঘণ হয়ে এল । খুব দ্রুত নিঃশ্বাস নিচেছ ; বুঝা যাচেছ ওর বুকের ঘন-ঘন উঠা-নামা দেখে । হঠাৎ দাঁড়িয়ে সেতু বল্ল :

------- আমি এখন বাসায় যাব । বাসায় ফিরতে-ফরতে বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যাই হয়ে যাবে । ভয়-ভয় লাগছে !

------- আচছা; তোমাকে না হয় আজ আমি-ই বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি ?

------- নাহ্ ! আমি এক রিক্সা করে আপনার সাথে বাসায় ফিরবোনা । একা-একাই বাসায় ফিরবো ।

সেতুর স্পষ্ট জবাব ।

এবার সাগর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো । মাথা নিচু করে কি যেন করছে সাগর । সেতুকে বিদায় ও দিচেছনা আবার চলেও যাচেছনা উঠে ।

পানির ফ্লাক্স থেকে ফ্লাক্সের ঢাকনিতে করে পানি ঢেলে কয়েক ঢোক পানি পান করলো সেতু । আর এর-ই ফাঁকে সাগরকে দেখে নিলো আড় চোখে । সাগর তখনও নিরব ।

সেতু আসলে কিছুই ভাবতে পারছেনা । এম . এস . সি . ফাইনাল পরিক্ষা শেষে থিসিস জমা দেয়া বাকি । এখনও থিসিসের অর্ধেক কাজ ও হয়নি । টাকা লাগবে অনেক । প্রাইভেট টিউশন আর কোচিং সেন্টারে কোচিং দিয়ে যে কয়টা টাকা পাবে তা দিয়েই থিসিস শেষ করতে হবে । তা ছাড়া যাতায়াত খরচ সহ আনুষঙ্গিক নিজের উপার্জিত টাকা থেকেই মেটাতে হবে । বাবার কাছে টাকা চাওয়া যাবেনা । বাবা-মা তাকে উচ্চশিক্ষিতা করতে রাজী নন । তারা তা'দের মেয়েকে বিয়ে দিতে চাইছেন । মামা, চাচাদেরও একই মত । এবং সেইমতই তারা একের পর এক বিয়ের প্রস্তাব এনে সেতুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন । সেতুর এক গোঁ ; পড়া-শুনা শেষ করে চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাববেনা ।

------- তুমি আমার ব্যাপারে সিরিয়াসলি কিছুই ভাবনি ; তাইনা সেতু ?

সেতু নিরুত্তর । আসলে ঠিক এ মূহুর্তে সাগরকে সেতুর কি বলা উচিৎ বা কিভাবে বলা উচিৎ সেতু তা বুঝে উঠতে পারছেনা । আসলেই সাগরকে নিয়ে সেতু সিরিয়াসলি কিছু ভাবেনি । তবে একই ল্যাব এ কাজ করার ফাঁকে-ফাঁকে সিনিয়র ভাই সাগরের বুদ্ধিবৃত্তিক খুনসুঁটি ভালই লাগতো সেতুর । এ ভাললাগাকে ঠিক কতখানি সিরিয়াস ধরে নেয়া যায় তা সেতুর অজানা । মেজিস্ট্রেট পদে চাকরিতে জয়েন করতে সাগর কুষ্টিয়া চলে গেলে, ল্যাব এ আর না এলে সেতুর কেমন অনুভূতি হবে সেতু তা আগে-ভাগে ভাবতেও পারছেনা । সেতু শুধু ভাবছে , সাগরের চলে যাওয়ায় তার কেমন বোধ হওয়া উচিৎ? ? ?

বিষাদক্লিষ্ট অবয়বে সাগর সামনে এসে দাঁড়ালো সেতুর ।

------- এটা রাখ । আমাকে ভালবাসতে না পারলেও , প্রকৃতির ভালবাসা থেকে সংগ্রহ করা ভালবাসার এ স্মৃতিচিহ্ন ; ঘাসফুলকে ভালবেসো - সেতু । ভুলে যেওনা আমাকে কোনদিন ।

হঠাৎ দ্রুত পায়ে হন-হন করে হেঁটে চলে গেল টি. এস. সি. র দিকে পা বাড়িয়ে । আজ থেকে টি. এস. সি. চত্তরে জাতীয় কবিতা উৎসব শুরু ।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেতু । হাতে ধরা তার ঘাস ফুলের অঙুরীয় । হাল্কা বেগুণী রঙের ঘাসফুলটিকে জড়িয়ে সবুজ,চিকণ ঘাসের প্যাঁচানো অঙুরীয়। সুন্দর আর সূক্ষ্ম বাঁধনে জড়িয়ে গেল সেতু ।

~*~ Soncharini ~*~

e-mail : Soncharini@gmail.com